http://IslamiBoi.wordpress.com

ড. বিলাল ফিলিপ্স[১]

জন্ম:

জামেইকার অন্যতম নগরী কিংস্টন। যুক্তরাজ্যের ওয়েল্‌স্ প্রদেশের অধিবাসী ও দ্বাদশ শতাব্দীর কুখ্যাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন হেনরী মরগ্যান এ নগরীতেই তার গোপন আস্তানা গড়ে তুলেছিল। ঈসায়ী সালটা ছিল ১৯৪৭। ধীরে ধীরে এ দ্বীপটি দ্রুতলয় সংগীতের এক নূতন জগতের রূপ পরিগ্রহ করছিল। ঠিক এ সময়েই **ডেনিস ব্রেইডলি ফিলিপ্স** জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি খ্রিস্টান পরিবারে। তাঁর পিতা 'Bradley' ছিলেন প্রোটেস্টান্ট চার্চের ক্ষমতাসীন বর্ষীয়ান যাজক এবং মাতা 'Joyce McDermott' ছিলেন ইংল্যান্ডের সরকারি প্রটেস্টান্ট গীর্জার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা। পিতা-মাতা দু'জনই ছিলেন তখনকার খ্যাতিমান শিক্ষক-শিক্ষিকা। দাদা ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং গ্রীক, হিব্রু ও ইংরেজি ভাষায় লেখা বাইবেলের বিখ্যাত পণ্ডিত। এ পরিবার ছিল শিক্ষাবিদে পরিপূর্ণ ও উচ্চ শিক্ষিত। তাছাড়া, খুবই প্রশস্ত মনের অধিকারী হিসেবেও তাঁর বংশের কম পরিচিতি ছিল না।

শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য ও শিক্ষা:

জামেইকায় অবস্থানকালীন সময়ের তেমন কোন বিশেষ স্মৃতি তিনি মনে করতে পারেন না। বসবাসের জন্য তাঁর পরিবার যখন কানাডায় স্থানান্তরিত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে আমি খ্রিস্টান ধর্ম চর্চা বলতে বুঝতাম গীর্যায় মেয়েদের সাথে সাক্ষাত করা, বিভিন্ন পার্টির আয়োজন করা ইত্যাদি। আমি নিয়মিতভাবেই আমার মায়ের সংগে প্রত্যেক রবিবার গীর্যায় যেতাম, কিন্তু গীর্যায় যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে কখনোই জোর-জবরদস্তি করা হয় নি। গীর্যায় যাওয়ার ব্যাপারটি ধর্মীয় কাজের চেয়ে অনেকাংশে একটি সামাজিক কাজ বলেই গণ্য করা হতো। সেখানে যা শেখানো হতো বা প্রার্থনা করা হতো তা আমার এক কান দিয়ে ঢুকত এবং মস্তিস্কে কোন ক্রিয়া না করেই অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যেত।'

এ সময়ে কানাডায় অবস্থান করা সম্পর্কে তিনি বলেন, "মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কানাডায় এসে আমাকে যে বিষয়টির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হল, 'আমাদের স্কুলের সীমানায় বড় সুইমিং পূল ছিল। নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর সকল ছাত্রকে উলঙ্গ হয়ে পানিতে সাঁতার কাটতে হতো। বলা যায়, এটিই ছিল নিয়ম যা পালন করতে সকল ছাত্রই বাধ্য ছিল। তবে ডাক্তারের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং পিতামাতার সাক্ষরিত আপত্তিপত্র থাকলে কোন কোন ছাত্র এ বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেত। আমাকে মূলত এ আপত্তিকর বিষয়টি ব্যাপকভাবে

---

[১] বিলাল ফিলিপ্সের বক্তৃতা *'My Way to Islam'*, তাঁর নিজের লিখিত আত্মজীবনী, ২০ জুন (মঙ্গলবার) ২০০৬ তারিখে *'Saudi Gazette'*-এ Sabiha A. Muhammad এবং *'Gulf Today'*-তে Dominick Rodrigues কর্তৃক লিখিত *'Biography of Bilal Philips'* অবলম্বনে লিখিত হয়েছে এ পরিপূর্ণ জীবনী। *-অনুবাদক*

http://IslamiBoi.wordpress.com

প্রভাবিত করেছিল।" এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁর পিতামাতার সংগে আলাপ করলে যে উত্তর তাঁরা প্রদান করেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে আমার বাবা-মা সেই জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন যা তারা অতিক্রম করে এসেছেন। বর্তমানে একজন বালক হিসেবে স্কুলে আমাকে যতটুকু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার চেয়ে বরং অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয়েছিল।'

এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠা যেখানে এক জনের উপর আরেক জনের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং এ ব্যাপারটিকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা বা বিবেচনা করা ছোট্ট বালকের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। তাঁর মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্যকরণের স্বল্প ক্ষমতা ও বোধশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ের অভ্যুদয় ঘটল যখন তিনি তারুণ্যে পদার্পন করলেন।

প্রথমবারের মতো এ অভিমানী বালক অনুভব করতে সক্ষম হল যে, এ পৃথিবীর সব ধারণা ও মতাদর্শ বা নীতি-নৈতিকতা সঠিক নয়। তখনকার দিনে কানাডার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইউরো-কানাডীয়। আর এই ইউরো-কানাডীয় জনগোষ্ঠীরা মনে করত যে শ্রেষ্ঠতায় তারাই প্রথম। তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করত ও বিভিন্ন সমাজ থেকে আগত লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাত। তাই অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের মাধ্যমে তারা মানব সভ্যতা ধ্বংসের এ নিকৃষ্ট কাজের বৈধতা প্রমাণ করতে চেষ্টা চালাত এবং এ প্রকৃতির ধারণার প্রচার-প্রচারণায় তারা তাদের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে করত।

কানাডিয়া-কলোম্বিয়া প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও উপদেষ্টাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বলে বিলাল ফিলিপ্সের পরিবার যখন মালয়েশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়; তখনই প্রথমবারের মতো তিনি মুসলিম সমাজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন।

তাঁর ভাষায়, 'যদিও এখানে এসে তুলনামূলকভাবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু একটি মুসলিম দেশে বসবাস করার অনুভূতি আমি খুব কম সময়ই মনোযোগের সাথে অনুভব করতাম। যেহেতু ব্রিটিশরা মালয়েশিয়াতেও পৌঁছেছিল তাই তাদের অবশিষ্টাংশ তদবধি বর্তমান ছিল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যেমন ছিল ইউরো-এশীয়, তেমনি ছিল এমন মালয়েশীয় মুসলিম যাদেরকে ইংরেজি ভাষাভাষি তথা ইংরেজ বলে গণ্য করা চলে, কারণ তাদের চাল-চলন তথা কৃষ্টি-কালচার ছিল সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের মতো। মালয়েশিয়ার সমাজে ইসলামের তেমন কোন চর্চাই আমি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রত্যক্ষ করি নি।'

তিনি আরো বলেন, 'মালয়েশিয়ায় থাকাকালে আমার বাবা-মা এক ইন্দোনেশীয় ছেলের দত্তক গ্রহণ করেন। ছেলেটির পিতামাতা ছিল ইন্দোনেশীয় কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল মালয়েশিয়ায়। তৎকালীন সময়ে মালয়েশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী কোন ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত সন্তানের জন্য মালয়েশিয়ার স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ ছিল না। তাই আমার পিতামাতা ভেবেছিলেন যে ঐ ছেলেটিকে কানাডায় নিয়ে গিয়ে শিক্ষিত করে তুলবেন। ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, ছেলেটি মুসলিম। ছেলেটির নাম ছিল *'আউছ সুলাইমান'*। কিন্তু পরবর্তীতে এ নামটি পরিবর্তন করে আমাদের পরিবারের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল। সে ছিল এক প্রচণ্ড লজ্জাশীল বালক। *'ইসলাম'* সম্পর্কে সে আমাদেরকে কখনোই কিছু বলে নি। মাঝে মাঝে আমি যখন এ নতুন ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করতে দরজা খুলতাম তখন দেখতাম যে, সে দরজার দিকে মুখ করে তার মাথা এমনভাবে মেঝেতে ঠুকছে যেমনভাবে আমরা আমাদের মাথা গির্জাতে প্রার্থনার সময় মেঝেতে মাথা ঠেকাতাম। প্রায় প্রায় ছেলেটি তার ঘরের দরজার দিকে

http://IslamiBoi.wordpress.com

মুখ করে আমাদের চেয়ে ভিন্নভাবে ব্যায়ামের মতো অনুশীলন করত। এমনকি এ সময়ে আমি তার সামনে দিয়েই হেঁটে যেতাম। তাকে তার এ ধরণের কর্মকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে কোনই উত্তর দিত না। এমনকি অনেক জোর জবরদস্তি করেও কোন ফল হতো না। তাই এ ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব সহকারে দেখি নি এবং প্রকৃত ব্যাপার উদঘাটনে উঠে পড়েও লাগি নি। আমার মা যখন শুকরের মাংস রান্না করত তখন সে এ মাংস না খেয়ে মাছের তরকারি খেত। তখন আমি ভাবতাম যে, ছেলেটির রুচি বোধহয় একটু ভিন্ন রকমের। আমার মা ঐ ছেলেটির ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন বলে রামাযান মাস এলে মা ঐ ছেলেটিকে সেহ্‌রী খাওয়ার জন্য ডেকে দিতেন, সলাত আদায়ের সুযোগ করে দিতেন ইত্যাদি। তবে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করার পরে বুঝতে পেরেছি যে, সে তখন সলাত আদায়, সিয়াম পালনসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালন করত; কিন্তু সে কখনো আমাদেরকে তার এ সব অনুশীলন সম্পর্কে কিছুই বলে নি।

তিনি মালয়েশিয়াতে 'রক'-এর দল গঠন করে পেশাগতভাবে গিটার বাজানো শুরু করেন এবং বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মালয়েশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে *'Jimmy Hendrex of Shaba'* নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তখনকার জন্য তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল গান-বাদ্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ফলশ্রুতিতে এ-লেভেল পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি ভুক্তভোগী হন।

উচ্চশিক্ষাগ্রহণ ও বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া:

তাঁর বাবা-মা বুঝতে পারলেন যে, সে যদি মালয়েশিয়ায় অবস্থান করে তাহলে এটি তার জন্য ভাল ফলাফল বয়ে আনবে না। তাই তারা তাঁকে কানাডার Vancouver-এ অবস্থিত 'Simon Frasier University'-তে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ, তখন এ বিশ্বাবিদ্যালয়টিই প্রথমবারের মতো *'Credit Hour'* পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম পরিচালনা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছিল, যদিও তৎকালীন সময়ে কানাডার অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হতো।

তিনি বলেন, 'আমি যখন 'Simon Frasier University'-তে ভর্তি হই, তখন এ বিশ্ববিদ্যালের পরিবেশ তেমন পরিপাটি ছিল না, কেমন যেন এলোমেলো ও অগোছালো ছিল। আমেরিকা থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসত। আর তাদের ভাবাদর্শের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছিল। কারণ তাদের প্রচারিত মতবাদ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রভাবিত করেছিল। তৎকালীন সময় অ্যালেন জিন্সবার্গ ও টিমোথি লিরির মতো সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বারা মাদক সংস্কৃতি ও হিপি[1] আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতেছিল। কয়েকটি বিভাগের বিশেষ কিছু শ্রেণীতে প্রভাষক ও অধ্যাপক তথা শিক্ষক-

[1] ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিবিধান অগ্রাহ্য করে অদ্ভুত বেশভূষা ও জীবনযাত্রার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে এমন ব্যক্তি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গাঁজা[১] খেতে দিত। তারপর তারা সবাই মিলে ধূমপান করার পরে পড়াশোনা শুরু করত।'

তাছাড়া, কানাডায় ফিরে এসে তিনি ষাট-এর দশকের শেষদিকে ও সত্তর-এর দশকের প্রথমদিকে পরিচালিত 'The Volatile Student Movements' (প্রাণচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন)-এর দিকে ধাবিত হন।

তিনি বলেন, '১৯৬০ সালের শেষের দিকে আমি কানাডার Vancouver-এর 'Simon Frasier University'-তে অধ্যয়নরত অবস্থায় তৎকালীন স্কুলগুলো ছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ। আমাদের অধিকার আদায়ে লড়তে আমি ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং এ যুদ্ধে কানাডার সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলি।'

এ সময়ে তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল একজন চিকিৎসা বিষয়ক আর্টিস্ট হওয়া যাতে বিজ্ঞান ও আর্টের প্রতি ভালবাসার মিশ্রিত রূপ দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অবশেষে তিনি বায়োকেমিস্ট্রি বিষয় পছন্দ করেন। অন্যদিকে আর্ট ইউনিভার্সিটি থেকেও স্কলারশিপ অর্জন করতে সক্ষম হন।

জীবনের লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হবার পূর্বেই তিনি নিজেকে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলেন। যে বীজ তাঁর শৈশবে বপন করা হয়েছিল এবং যে ধারণার শক্তিতে মনে হচ্ছিল যে, এই পশ্চিমা সমাজে বোধহয় অজানা এক শূন্যতা বিরাজ করছে অথবা এ সমাজ কিছু একটা হারাচ্ছে এবং সবকিছুরই একটা আমূল পরিবর্তন দরকার, এ সব চিন্তা-চেতনার ফল এতদিনে দৃশ্যমান হল। অধিকার আদায়ে অনেক অবস্থান বিক্ষোভ পরিচালিত হতো এবং মাঝে মাঝে সেই অরাজকতা এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করত যে এমনকি পুলিশের সাথেও সংঘর্ষ করতে হতো।

'Liberal Arts' বিভাগের প্রফেসরেরা কমিউনিজমের পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন এবং তারা তাদের ক্লাসে কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের মতবাদকে শিক্ষা দান করতেন। এসবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'কার্ল মার্ক্স'-এর কর্মকাণ্ডের উপর ব্যাপকভাবে সুগভীর অধ্যয়ন করেন।

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'এ সময়ে ম্যালকম এক্সের আত্মজীবনী অধ্যয়নের এক সুবর্ণ সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল। তাঁর আত্মজীবনী আমাকে অনেকাংশেই সাহায্য করেছিল ইসলামের মতো কিছু একটা সম্পর্কে জানতে। তখনকার সময়ে আমাদের পরিচালিত আন্দোলন অথবা অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের জন্য মূলত এই আত্মজীবনী পড়া একটি আদর্শ ও আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ বলে গণ্য হতো। এ গ্রন্থ অধ্যয়নের পর আমি আমেরিকার সকল বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে খুব ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে সক্ষম হয়েছিলাম। সকল অরাজকতার দূরীকরণ দ্বারা সবার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র নিজেকে সমাজ পরিবর্তনের এক প্রোগ্র্যাম হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। আর এ পরিবর্তন সাধনের কথা ছিল বড় ধরণের এক বিপ্লবের মাধ্যমেই এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুশীলন পরিবত্যাগ করে এ বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কারণ, খ্রিস্টান ধর্মের কোন শিক্ষাই আমার জীবনের জন্য প্রায়োগিক বলে মনে হয় নি। এ ধর্মকে শুধু মনে হয়েছিল কতিপয় লোক কর্তৃক সম্পন্ন তথ্যমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কিছু ধাঁধাময় অধ্রুব সত্য রূপে।'

---

[১] এক প্রকার মাদকদ্রব্য যা তৈরি করা হয় শন (গাঁজা) গাছের পাতা ও ফুল থেকে। এই পাতা ও ফুল শুকিয়ে কাগজে ভর্তি করে সিগারেটের ন্যায় খাওয়া হয়।

http://IslamiBoi.wordpress.com

তিনি আরো বলেন, 'আমেরিকাতে নির্যাতনের ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন ছিলাম এবং আমেরিকার ইতিহাস বিষয়ে অনেক কিছুই অধ্যয়ন করেছিলাম, বিশেষ করে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের (রেড ইন্ডিয়ান) সম্পর্কে যারা সংখ্যায় প্রায় আট কোটি ছিল যখন ইউরোপীয়রা আমেরিকায় আগমন করে; কিন্তু এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে হয়েছিল মাত্র বিশ লক্ষ। এ বিষয়টির পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ববরণের ঘটনাসমূহ এবং আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নিধনের কার্যক্রম আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছিল। ফলে পাশ্চাত্য সমাজে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী খুব বড় করে ধরা পড়ল আমার নিকটে। এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে গ্রহণ করা পদক্ষেপের শুরুতেই দেখতে পেলাম যে, কমিউনিজম হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার। কারণ, কমিউনিজমে রয়েছে সকলের জন্য সমানভাবে সম্পদ বিতরণের ব্যবস্থা, সমাজের সকল মানুষের সমান অধিকার। তাই শীঘ্রই আমি বনে গেলাম একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট এবং নিজেকে মার্ক্স-লেনিনবাদ মতাদর্শের একজন বিশিষ্ট দাবীদার হিসেবেও ভাবতে থাকি।"

রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধানের অনুসন্ধানকল্পে তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বড় বড় নেতাদের মতো করে কৃষ্ণাঙ্গ কর্মীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে ঝেঁপে পড়েন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে বেশ কিছু দিন আন্দোলন করার পর এটাও আমার জানার বাকী রইল না যে, কৃষ্ণাঙ্গদের এ আন্দোলনে যুক্ত থেকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই অর্জিত হওয়ার নয়। কারণ এক কৃষ্ণাঙ্গ নেতা কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ যা তৎকালীন কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীর জন্য অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত ছিল, তা ছিল মূলত শ্বেতাঙ্গ নারীদের ধর্ষণ সংক্রান্ত বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। লেখক কিভাবে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ নারী ধর্ষণ করেছিল তা এ বইটিতে সে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিল। আমেরিকায় বর্ণবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে এই বইটি লেখা হয়েছে তা লেখকের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আমি এই বইটি পড়ার পর দেখি এটি কেবল শ্বেতাঙ্গ নারী ধর্ষণের ঘটনার সিরিজ। আমার মনে হয় না যে আমি বইটি পুরোপুরি পড়েছিলাম। যা হোক, এ বইটিই ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য একটি আদর্শ পুস্তক। যা পড়ে কৃষ্ণাঙ্গরা পুলকিত হতো, গর্ব করত, জোরালোভাবে আন্দোলনের অনুপ্রেরণা লাভ করত।'

ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর পড়াশোনা করে পুরো শিক্ষাক্রম শেষ না করেই তিনি বের হয়ে আসেন এবং সমাজতন্ত্র (Communism) প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগঠিত টরোন্টোর একটি দলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। সত্তর দশকের শুরুতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ কানাডায় আগমন করে। তিনি এবং তাঁর দলের কর্মীরা কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সমাজের মর্যাদানুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষিত করে সমাজে বিদ্যমান নানা বৈষম্য দূরীকরণে আইন পরিবর্তনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর দল কর্তৃক বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সভায় উপস্থিত সকলকে তিনি আফ্রিকার ইতিহাস ও সমাজতন্ত্র আন্দোলন শিক্ষা দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গান-বাদ্যের যোগ্যতাকে সেন্টারের জন্য অনুদান সংগ্রহের কাজে লাগানো হতো। তাছাড়া চারুশিল্পে তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা ব্যবহৃত হতো এ আন্দোলনের পিছনে। তিনি তাদের আন্দোলনের পত্রিকা এবং মিছিলের জন্য ব্যবহৃত পোস্টারে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতেন। এসবের পাশাপাশি সমাজকে সহায়তা করার মানসিকতার কারণে তিনি অপরাধী শিশুদের জন্য পরামর্শদাতা হিসেবে চাকরিও গ্রহণ করেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

একই সময়ে এ সব তরুণ আদর্শবাদীরা ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। তৎকালীন সময়ের অতি প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শন ছিল এ রকম যে, উত্তর আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশে চীন ও রাশিয়ার তুলনায় ভিন্নরূপে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। কারণ এ সকল দেশে দুর্দমনীয় আন্দোলন পল্লীঅঞ্চল থেকে শুরু হয়ে কৃষকশ্রেণীকে সংগঠিত করেছিল। কিন্তু উত্তর আমেরিকাতে এ বিপ্লব শহরে সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধে পরিণত হতে পারত।

একটা শহুরে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করতে প্রত্যেক কর্মীকে শহরের মধ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হতো। এ ধরণের যুদ্ধে গাড়িই ছিল অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র এবং এর বিভিন্ন প্রকার চালনা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক ছিল প্রতিটি কর্মীর জন্য। ফলে গাড়ির যন্ত্রাংশ ও মেরামত কৌশল আয়ত্ত করতে তিনি পুনরায় কারিগরি কলেজে ফিরে যান।

সন্তানের এ সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর পিতা-মাতা বরাবরই বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে তার পিতার সঙ্গে বেশ কয়েকবার প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে বাকবিতণ্ডা হয়। তবে এ সময় তার মা অবশ্য শান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় বিলাল ফিলিপ্স তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে খুব বেশী দিন বসবাস করেন নি। বরং বাসস্থান ত্যাগ করে তিনি সমমনা যুবকদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা শুরু করেন।

কিছুদিন পরে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, তিনি যে-সব লোকদের সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাঁর বিস্তর ব্যবধান রয়েছে; বিশেষকরে নৈতিক বিষয়াবলীতে। তারা সকলে নতুন একটি সমাজ বিনির্মাণে বদ্ধ পরিকর ছিল কিন্তু নিজেদেরকে পরিবর্তন করার মতো কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা তাদের ছিল না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করা শুরু করল। বিশেষ করে নতুন সমাজ বিনির্মাণে এর যোগ্যতার বিষয়টি।

তিনি বলেন, "সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের কোন নৈতিক ভিত্তি আছে বলে মনে হল না। লোকজন যদি মাদকদ্রব্য, সমকামিতা, কুকাজে শিশুদেরকে ব্যবহার অথবা যে কোন কর্মকে নৈতিকতা বলে ধরে নেয়, তাহলে এটা ঠিক আছে। গাঁজার বিক্রয় এখনো নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে নিউইয়র্কে এর ব্যবহার বৈধ, ইংল্যান্ডে সমকামিতায় লিপ্ত দু'জনে এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে- ইত্যাকার বিষয় আমাকে প্রায়ই প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলত।"

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'তখনকার সকল আন্দোলনের মূল সূচনাকারী ছিল কৃষ্ণাঙ্গরা। এ সব আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা সবাই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গরা যেহেতু তৎকালীন সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিগৃহীত সম্প্রদায় ছিল, তাই তাদের আন্দোলনের আওয়াজ স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ছিল। তবে কলেজ পড়ুয়া শ্বেতাঙ্গরা আন্দোলনরত কৃষ্ণাঙ্গদেরকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করত। ঘটনাক্রমে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলে এক প্লাটফর্মে জমায়েত হল। এ দিকে সমকামীরা জনসমক্ষে প্রকাশ্যে আগমন করে সমকামিতার অধিকার আদায় ও মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করার পর আরেকটি নারীমুক্তি আন্দোলনও একই সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।'

তিনি আরও বলেন, "প্রায় এক বছর ধরে আমি আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কাজ করলাম কিন্তু কর্মীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ফিরে এলাম কানাডার টরেন্টোতে। এখানে এসে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেয়ার পাশাপাশি আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হলাম। সমাজকে পরিবর্তন করার দাবী করত

http://IslamiBoi.wordpress.com

কমিউনিজম, কিন্তু এ পরিবর্তনের জন্য বাস্তবে তেমন কোন নীতিই এর মধ্যে বর্তমান ছিল না। উপরন্তু কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল বিধায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অবশেষে সর্বহারার নামে এটি বিশাল আকারের নির্যাতনমুখী আন্দোলনের সূচনা করেছিল। অনেক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা-নেত্রীদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত দেখেছি, যদিও তারা জোর দিয়েই বলতেন যে, 'বিপ্লব সংঘটিত হবার পরে এ সব দুর্নীতিপরায়ণতা আমাদের মাঝ থেকে দূর হয়ে যাবে।' কিন্তু আমার নিকটে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, এ সব ব্যক্তি যদি ক্ষমতা লাভ করে তবে তারা কেবল দুর্নীতিরই প্রসার ঘটাবে। তাছাড়া, কয়েকজন নেতা-নেত্রী ছিল অবিরত ধূমপায়ী, অর্থাৎ তারা এত বেশী পরিমাণে সিগারেট খেত যে একটা সিগারেট শেষ হতে না হতেই অন্য আরেকটি সিগারেট খাওয়া শুরু করত। সিগারেট খাওয়ার এ ধারা বজায় থাকত সর্বক্ষণ।"

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, "একদিন একটি সিগারেটের প্যাকেট কেনার জন্য আমাদের অফিসের এক ব্যক্তির কাছে টাকা চাইলে সে আমাদের সংগৃহীত দানের টাকা থেকে দিল। আমি এ দানের অর্থ থেকে টাকা নিতে ইতস্তত করে তাকে বললাম যে, এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা পীড়িতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তা খরচ করব? এ কথার উত্তরে সে বলল, 'আমরা আমাদের মৌলিক প্রয়োজনাদি এ অর্থ দ্বারাই পূরণ করব। অতএব তোমার এ নীতিকথার ইতি টান।' এ কথা শুনে আমি ভাবতে লাগলাম যে আন্দোলনসংশ্লিষ্ট সকলেই কিভাবে এত শীঘ্রই দুর্নীতির অমানিশা অন্ধকারে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মূলত তারা তাদের কথিত প্রতিরোধ কমিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সংগৃহীত অর্থের অনেকাংশ তাদের নিজেদের দল, বাসা ভাড়া, ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়, পার্টির আয়োজন করতে সেই অর্থ ব্যবহার করত। এমনকি মাদকদ্রব্যের জন্য খরচ বাবদও তারা সংগৃহীত অর্থ থেকে ব্যয় করত। তারা জোঁকের মতো মানুষের দানের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করত। আমি যদিও তাদের সংগে একত্রে আন্দোলন করে যাচ্ছিলাম, তবুও এ ঘৃণ্যতর বিষয়টি আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। কারণ, আমরা সেই অর্থ সংগ্রহ করতাম মূলত পীড়িতদেরকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু হায়! তারা তো জঘন্যতম কাজে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আরো বেশী দুর্নীতিপরায়ণ হতে থাকল তারা। আন্দোলনরত কর্মীদের বেশিরভাগ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যান্যদের মতো আমিও তখন মাদকাসক্ত হয়েছিলাম। তাছাড়া আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাদের আন্দোলনের কর্মীদের মতো দুর্নীতিবাজ অন্য কেউই তৎকালীন সময়ে ছিল না।"

'ইসলাম' ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ:

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, '*ইসলাম* সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম 'Battle of Algeria' নামক একটি তথ্যমূলক প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এ চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছিল আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম। মুসলিম নারীদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখেছিলাম। তারা হিজাব পরা ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদের পোশাকের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখে চলাফেরা করত।'

তিনি আরো বলেন, "একই সময়ে *'ইসলামের জাতি'* (Nation of Islam) নামক আরেকটি দল কৃষ্ণাঙ্গদের স্বপক্ষে আন্দোলন করত। এ দলটি ব্যপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম *এলিজা মুহাম্মাদ*। তথাকথিত এ মুসলিম *'ইসলাম'* নামে নতুন একটি ধর্ম উদ্ভাবন করেছিল যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম থেকে

http://IslamiBoi.wordpress.com

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ নিয়ে। সে শিক্ষা দিত যে, 'সকল কৃষ্ণাঙ্গ হল স্রষ্টা এবং সকল শ্বেতাঙ্গ হল শয়তান। একটি বড় স্রষ্টা রয়েছে, যে তাঁকে শিক্ষাদান করতে আগমন করে এবং, সে হল স্রষ্টার প্রেরিত একজন নাবী।' *এলিজা মুহাম্মাদ*-এর অন্যতম অনুসারী *ম্যালকম এক্স* খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ম্যালকম ১৯৫২ সালের পরে কালো মুসলমানদের এ সংগঠনে যোগ দেন। দলের অন্যান্য সদস্যদের মতো তিনিও নামের শেষে এক্স ব্যবহার করা শুরু করেন। Nation of Islam-এর বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা এবং সদস্য বাড়ানোয় অসামান্য অবদান রাখেন ম্যালকম এক্স। অচিরেই দলনেতা এলিজা মুহাম্মাদের পর নিজের জায়গা করে নেন ম্যালকম। পরে নেতৃত্ব ও অন্যান্য নীতিগত কারণে এলিজা মুহাম্মাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চির ধরে। তারপর ১৯৬৪ সালে এলিজা মুহাম্মাদের দল ত্যাগ করে প্রকৃত ইসলামের সন্ধান লাভ করেন। তিনি (ম্যালকম এক্স) প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম মস্ক ইংক' এবং 'Organization of Afro-American Unitiy'। সে বছরই হজ্জ সম্পন্ন করেন তিনি। মক্কায় বিভিন্ন জাত ও গোত্রের মুসলমানকে একই কাতারে দেখে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, কেবল প্রকৃত ইসলামের পক্ষেই জাত-গোত্র বিভেদ দূর করা সম্ভব। এতদিন পর্যন্ত তাঁর নীতি ছিল, 'জন্মগতভাবেই শ্বেতাঙ্গরা বর্ণবাদী। তাই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা বা আপস নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্যা কৃষ্ণাঙ্গদেরই সমাধান করতে হবে।' মার্টিন লুথার কিংয়ের অহিংস আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন এক্স। কিন্তু হজ্জের পর তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। ম্যালকম ঘোষণা করেন, 'সব বর্ণের মানুষই আল্লাহ্‌র বান্দা।' এর পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটে অংশগ্রহণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাঁর এ আমূল পরিবর্তনের ছয় মাসের মধ্যেই ১৯৬৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ম্যানহাটনের এক জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দানে দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রকৃত ইসলামের দিকে ধাবমান ম্যালকম এক্স। পরবর্তীতে তাঁর আত্মজীবনী সম্পর্কে যাঁরা পড়েছে তাঁরাই এক্সের নীতিকে আঁকড়ে ধরেছে।"

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমদের একটি উপাসনালয় পরিদর্শনে যাওয়ার পর তাদের সংগঠন ও নারীদের শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে এতই দাগ কাটে যে, আমার নিকটে আমাদের নিজেদের তথাকথিত আদর্শবাদকে বড়ই ভিত্তিহীন বলে মনে হল। ১৯৭৫ সালে এলিজা মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে প্রভূত মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করেন তার ছেলে ইমাম ওয়ারিছ দীন মুহাম্মাদ। আন্দোলনের ভেতর ক্রমশ যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে ইসলামী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে যা প্রকৃত ইসলামের নিকটবর্তী ছিল অনেকাংশেই। কিন্তু আমার অন্তর যে ধরণের পরিবেশ খুঁজে ফিরছিল, তেমন কোন আন্দোলন বা সংস্থার সন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমি পুনরায় কানাডায় ফিরে আসি।'

কিছু দিনের জন্য যোগসাধনা, নিরামিশভোগীর[১] মতো বিষয়গুলোসহ হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের কিছু নীতিমালাকে এবং এ ধরণের কতিপয় তত্ত্বকে পরীক্ষা করলেন, কারণ এগুলোকে তাঁর নিকটে মানব অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

---

[১] যারা সাধারণত স্বাস্থের উন্নতি সাধনে ভালভাবে রান্না করা নিরামিষ জাতীয় খাদ্য খায় এবং প্রাণীজ খাদ্য থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

'ইসলাম' ধর্মের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হওয়া:

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'গেরিলা যুদ্ধ শিখতে চীনদেশে যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়ার পর ইতোমধ্যে জানতে পারি যে, আমার যে বন্ধুটি তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অন্যতম এক বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত উগ্র নারী নেত্রী[১] *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেছে। এদিকে উক্ত নারী নেত্রীর মার্ক্স-লেনিনবাদী বিশ্বাসের স্বপক্ষে অন্যতম প্রশংসাকারী ছিলাম আমি নিজেই। কারণ, তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বেশী উগ্র মাওবাদী কমিউনিস্ট বলে খ্যাত ছিল এই নারী নেত্রী। তাছাড়া, মাও সেতুং-এর লেখা বইগুলোও সে মুখস্ত করেছিল, যাতে যে কোন সময় সে মাও সেতুং-এর নিকটে যে কোন প্রয়োজনীয় কোর্স সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি সে ছিল তৎকালীন বিশ্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী সক্রিয় নেত্রী। ফলে, এ রকম এক ব্যক্তিত্বের *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করাকে আমি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলাম। কারণ, এ ঘটনাটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। তাই, *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করতে আমার প্রিয় সেই নেত্রীকে কী প্রভাবিত করেছিল তা জানতে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে কিছু বই অধ্যয়নের জন্য আমি সংকল্পবদ্ধ হই।'

তিনি বলেন, 'যথাসময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে, তা হল- কমিউনিস্ট সমর্থনপুষ্ট এক ছাত্র আন্দোলনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ১৯৭১ সালের বড়দিনে (২৫ ডিসেম্বর) সে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করে। তারপর সে আমাকে *'ইসলাম'* সম্পর্কে এমন বিষয়ে পড়াশুনা করতে বাধ্য করে যা কমিউনিজম, খ্রিস্টান ধর্ম, পুঁজিবাদ এবং অন্যান্য মতবাদের মধ্যকার বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তৃতভাবে তুলনামূলক আলোচনা করে। এ ক্ষেত্রে 'Islam: The Misunderstood Religion' নামক গ্রন্থটি তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিকভাবে সঠিক পথের দিশা পেতে এ বইটি তাৎক্ষণাৎ দিক নির্দেশনা হিসেবে অনুপ্রাণিত

---

[১] ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে বিয়ে করেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বক্তা ড. 'আব্দুল্লাহ হাকিম কুইক। [ড. আব্দুল্লাহ হাকিম কুইক আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার সময়কাল ১৯৭০ ঈসায়ী সন। তারপর সৌদি আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Da'wah and Islamic Sciences' থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'College of Da'wah and Islamic Sciences' থেকে ইজাযাত লাভ করেন। পরবর্তীতে কানাডার 'University of Toronto' থেকে 'পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস (দর্শন)' বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং আফ্রিকার বড় বিদ্বান, মুজাহিদ ও সামাজিক কর্মী শায়খ 'উছমান দান ফোদিও-এর প্রথমদিককার জীবন তথা পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস (দর্শন) বিষয়ে Doctorate ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি আমেরিকা, কানাডা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইমাম, শিক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিন বছরের অধিক কাল ব্যাপী তিনি কানাডার প্রথম সারির পত্রিকা 'The Toronto Star'-এর 'ধর্ম ও জীবন' সংক্রান্ত পাতার কলামিস্ট ছিলেন। এছাড়া 'York University (University of Toronto)' এবং 'McGill University'-তে 'ইতিহাস', 'নারী শিক্ষা', 'ভূগোল' ও 'মধ্যপ্রাচের ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ের গেস্ট লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফিকার কেইপ টাউনের 'The True Dawn Institute' (Islamic Training & Development)-এর সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ টাউনে অবস্থিত 'The Muslim Judicial Council'-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও তিনি। তাছাড়া, কেউপ টাউনের 'Discover Islam Centre'-এর পরিচালক, দক্ষিণ আফিকার 'The Dawah Coordinating Forum'-এর আমীর এবং 'Islamic Social Services & Resources Association (ISSRA)-এর সভাপতি, ইমাম ও পরামর্শক হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। তিনি মাঝে মাঝে 'Peace TV'-তে বক্তৃতা করেন। মূলত বর্তমান পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন ইসলামের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ উৎসমূল অভিমুখে ধাবিত হওয়া, ঠিক এ রকমই জ্ঞান নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন ড. 'আব্দুল্লাহ হাকিম কুইক।]

http://IslamiBoi.wordpress.com

করেছিল।' 'Towards Understanding Islam' গ্রন্থটি যেহেতু আধুনিক বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে ইসলামী ধ্যান ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছে তাই এটিও তাঁকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "প্রথম বইটি খুবই বাস্তবসম্মত। কারণ এ বইটিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের সাথে খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ইত্যাদি সকল মতবাদ ও তন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। ফলে এ বইটি পড়ে আমার বুঝার আর বাকী রইল না যে, মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান যা কমিউনিজমের প্রস্তাবনা ও পুঁজিবাদের নীতিমালা অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট; এমনকি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার চেয়ে অনেক গুণ উঁচু মানের। যে কোন ব্যক্তিকে *'ইসলাম'* পরিবর্তন করতে সক্ষম এবং কুরআনের অন্যতম একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "*আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের নিকট দেয়া তাঁর অবদানকে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই (তাদের কর্মনীতির মাধ্যমে) তা পরিবর্তন করে।*" [সূরা আনফাল (৮): ৫৩ এবং সূরা রা'দ (১৩): ১১] কুরআনের এ আয়াতটি আমাকে বিশেষভাবে মোহাবিষ্ট করেছে।"

তিনি এ ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, পশ্চিমা সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে একমাত্র *'ইসলাম'* ধর্মই শ্রেষ্ঠ উপায়। ফলে তিনি *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ইংরেজিতে প্রাপ্ত *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে সকল তথ্যাবলী ঐকান্তিক উৎসুকের সাথে অধ্যয়ন করার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁকে ভাবিয়ে তোলে, তা হচ্ছে, পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তি সংশোধন ব্যতিরেকে সুবিন্যস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে গুড়িয়ে দিয়ে কখনোই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না।

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, 'যদি তিনি মুসলমান হতেন তাহলে এ সকল কর্মকাণ্ড তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন সম্পূর্ণভাবে। কোন কাজই তিনি অংশবিশেষ করে ফেলে রাখতেন না।'

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বিলাল ফিলিপ্স *'ইসলাম'* ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক হতে স্রষ্টা, জিন ও ফিরিশতা বিষয়ক ধারণাকে বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেন, 'স্রষ্টা সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আমার হৃদয়ে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ সামান্য ধারণাটুকু সমাজতন্ত্রীয় দর্শনের আঘাতে বিদূরিত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কারণ সমাজতন্ত্রীয় দর্শন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যাবস্থা ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাও আমাকে স্রষ্টার ধারণায় বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ:

একইসময়ে তিনি একটি ঘটনার সম্মুখীন হন যাকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলা যায়। তাঁর বর্ণনায়, 'আমি যে এলাকায় বসবাস করতাম সেখানে আমার একটি পৃথক ঘর ছিল। এ ঘরেই আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর সংগ্রহে অনেক বই-পুস্তক ছিল। তাই কেউ কেউ এ লাইব্রেরী থেকে বই ধার করত। আবার কেউ কেউ আমার ঘরে বসেই পড়াশুনা করত। কারণ আমার ঘরটিতে একটি বড় টেবিল ও কয়েকটি চেয়ারেরও ব্যবস্থা করেছিলাম। একদিন আমি এ ঘরের বিছানায় শুয়েছিলাম এবং আমার কতিপয় বন্ধু আমার টেবিলে বসে পড়তেছিল। এ সময় আমি অর্ধঘুমন্ত

http://IslamiBoi.wordpress.com

অবস্থায় তন্দ্রাবিষ্ট ছিলাম। তারপর আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার বাইসাইকেল চালিয়ে একটি গুদাম ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছি। যতই ভিতরে প্রবেশ করছি ততই যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দুশ্চিন্তা আমায় ঘিরে ধরল। আমার সাধ্যমতো আমি অনেক গহীনে প্রবেশ করলাম। চতুর্দিকে তাকিয়ে বের হবার কোন পথই দেখতে পেলাম না। আমি পুরোপুরি অন্ধকারে নিমজ্জিত। চারদিকে শুধুই অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকার ছাড়া। মুহূর্তের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ আমাকে অজানা এক ভয় আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলে। এ রকম ভয়ের অনুভূতি আমি পূর্বে কখনোই লাভ করি নি। সে অজ্ঞাত ভয় সম্পর্কে ভেবে দেখি তা হচ্ছে মৃত্যুর ভয়। আমার অনুভূতি ছিল এ রকম যে, আমি যদি এখান থেকে বের হতে না পারি তবে আমি আর কখনোই বের হতে পারব না। আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ মুহূর্তে আমি চিৎকার করা শুরু করলাম, 'দয়া করে আমায় সাহায্য কর! আমায় সাহায্য কর!' আমার কণ্ঠের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন শব্দই বের হল না! শব্দগুলো আমার কণ্ঠের মধ্যেই গলগল করল। আমার অন্তর এক করুণ আর্তনাদে চিৎকার করছিল যে, অনেকেই তো আমার ঘরে বসেছিল কিন্তু কেউই আমাকে শুনতে পেল না, সাহায্য করল না, আমাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে এল না!? আমি নিজেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু হায়! আমাকে সাহায্য করার মতো কেউই নেই, এ বিষয়টি বুঝার আর বাকী রইল না। প্রাণে বাঁচার আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম এবং মৃত্যুর নিকটে হার মানলাম। মুহূর্তের মধ্যেই আমি তৎক্ষণাৎ জেগে উঠলাম।'

এ স্বপ্নটি তাঁর মনে প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলে। আর এ ঘটনাটির মাধ্যমেই তাঁর অন্তরে স্রষ্টার ধারণা প্রবিষ্ট হয়। স্বপ্ন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউই ঐ কঠিন মুহূর্ত থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারত না। স্রষ্টাই আমাকে সম্পূর্ণ হতাশা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন এবং আমাকে মুক্ত করেছিলেন অত্যন্ত কষ্টদায়ক এক অবস্থা হতে।'

পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়েছিলেন যখন তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়েছিলেন, "আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ গ্রহণ করেন মৃত্যুর সময়, আর যে মরে নি, তার নিদ্রাকালে।" [সূরা যুমার (৩৯): ৪২] প্রকৃতপক্ষে উক্ত স্বপ্নটি বিলাল ফিফিল্সের উপর খুব বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল বিশেষ করে স্রষ্টার ধারণা বিষয়ে। স্বপ্নের প্রভাবে বিলালের মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব বাস্তব। এরূপে প্রায় ছয় মাস ব্যাপী অনেক অধ্যয়ন, গবেষণা ও আলাপ-আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি তাঁর দোদুল্যমান সিদ্ধান্তকে স্থির করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণ করেন।

'ইসলাম' ধর্মগ্রহণ পরবর্তী সময়:

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'পরবর্তীতে সলাত আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার সময় সিজদা করা সম্পর্কিত আলোচনা অধ্যয়নকালে আমার বোধোদয় হল যে, আমার পিতামাতা যে ছেলেটির দত্তক গ্রহণ করেছে সে মুসলিম। এ কথা ভাবতেই আমার হৃদয় কষ্টে কেঁদে উঠল। অন্যদিকে অবশ্য আমার আনন্দের সীমাও ছিল না। কারণ আমার সে ভাইটি আমাদের সংগে অনেক বছর ধরে অবস্থান করতেছিল এবং সে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে জানত, নিয়মিতভাবে সলাত আদায় করত, সাওম পালন করত; কিন্তু সে আমাদেরকে কখনো কিছু বলে নি। সে তখনও

http://IslamiBoi.wordpress.com

আমার পিতামাতার সংগে বাস করত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়তেছিল। তারপর আমি তার সংগে সাক্ষাত করে *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তাকে অবহিত করলে সে খুব খুশিই হল। আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'অনেক বছর যাবৎ আমাদের সাথে বাস করা সত্ত্বেও তুমি কেন আমাকে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে কোন কিছুই জানাও নি? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্তত করে বলল, '*ইসলাম* সম্পর্কে আমি তোমাকে কোন কিছু বললে তুমি যদি এতে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম হয়ে যাও, আর এর কারণে তোমাদের পরিবারে কোন সমস্যা সৃষ্টি হোক তা আমি কখনোই চাই নি। তাছাড়া, তোমার পিতামাতা আমাকে এতদিন ধরে পালন করেছে, এর প্রতিদানস্বরূপ তারা আমার নিকট থেকে এমন কিছু অবশ্য আশাও করে না।' তারপর আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি জান যে এ বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করেছেন? শুধু তুমিই নও বরং প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই এটি অবশ্যই করণীয় যে, একজন ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা অন্যকে জানাবে এবং কোনটি ভ্রান্ত, কোনটি সঠিক তা উপস্থাপন করবে। এরপর গ্রহণ করা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করবে।'

তারপর তিনি টরেন্টোতে ফিরে গিয়ে আরবী শেখা শুরু ক'রে খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত শিখতে সক্ষম হন। তখনও তিনি গান-বাদ্য চর্চা করতেন, কারণ কেউ তাঁকে অবহিত করেছিল না যে, ইসলামে গান-বাদ্য নিষিদ্ধ (হারাম)। তিনি বলেন, "Simon Frasier University-তে আমি আমার ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যদের সংঙ্গে বিভিন্ন কনসার্ট ও নাইটক্লাবে গিটার বাজাতাম যেখানে প্রায় সবাই ছিল মাদকের নেশায় মত্ত অর্থাৎ সকলে মদ পান করে মাতলামি করত আর আমি তাদের মাঝে সংগীত পরিবেশন করতাম। এ সময় মনে হতো যে, আমি এক ভিন্ন জগতে অবস্থান করছি। তাছাড়া, আমি মঞ্চেও সংগীত পরিবেশন করতাম। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে মদ-গান-বাদ্য-সংগীতের এ মজলিসের সঙ্গে জড়িত রাখা একেবারেই অসমীচীন মনে হল। তাই আমি এ চর্চাকে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলাম।"

তিনি আরো বলেন, "তখন আমার জীবন ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত এবং ইসলামের সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা কোন বড় ধরণের সমস্যা তৈরি করেছিল না আমার জন্য। তবে, কোন ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার পর শয়তান সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঐ ব্যক্তিকে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করা হতে বিরত রাখতে। বিশেষ কিছু উৎসব ব্যতিরেকে আমি ধুমপান ও মদ পান করতাম না। তবে এ ক্ষেত্রে আমার ভিতরে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ বলে উঠত, 'তুমি কি এখনও এ সকল আনন্দ-বিনোদন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নও? যদি প্রস্তুত থাক তবে প্রতিজ্ঞ হও যে, তুমি আর কখনোই এগুলো স্পর্শ করবে না।' ফলে আমি সন্দিহান হয়ে পড়লাম এবং আমার *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হলাম।"

'ইসলাম' ধর্ম গ্রহণের প্রায় দু'মাস পর এভাবে মদ-গান-বাদ্য করা বন্ধ করার পাশাপাশি তিনি নানা প্রকার ছবি অংকনের কর্মসমূহ পরিত্যাগ করলেন।

'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে বৃত্তি লাভ:

বিলাল ফিলিপ্স আরবী ভাষা এবং ফিক্বহ (ইসলামী আইন) শেখা শুরু করলেন এক মিশরীয় ব্যক্তির নিকট যার পিতা ছিল ইসলামী বিদ্বান। তারপর *'ইসলাম'* ধর্ম সম্বন্ধে আরও বেশি পরিমাণে জানতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি এত তথ্য সংগ্রহ করলেন যে সংগৃহীত তথ্যসমূহের সত্যতার ব্যাপারে তিনি সন্দিহান হয়ে

http://IslamiBoi.wordpress.com

পড়লেন। কারণ তার সংগৃহীত তথ্যসমূহের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। এ ধরণের সকল সন্দেহ ও বিতর্ক দূরীভূত করতে এবং সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে *'ইসলাম'* শেখার করার পরিবর্তে ইসলামের প্রকৃত ও মূল উৎস থেকে *'ইসলাম'* শিখতে তিনি প্রাচ্যে গমনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবলেন যে, তিনি প্রাচ্য থেকেই নিজেকে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন, কারণ প্রাচ্য হচ্ছে ইসলামের মূল ও প্রকৃত উৎস। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি লাভের জন্য তিনি আবেদন করেন। তার আবেদন গৃহীত হয়। অবশেষে তিনি সৌদি 'আরবে গমন করেন।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাসের ব্যবস্থা তৎকালীন সময়ে অনুন্নত ছিল। শিক্ষার্থীরা বসবাস করত সৈন্যালয়ে। প্রচণ্ড শীতকালে গরম পানি বা গ্রীষ্মের তীব্র গরমের সময়ে কোন ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা ছিল না। বিলাল ফিলিপ্সকে দু'বার বিষাক্ত বিচ্ছু কামড়িয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে সকল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই তিনি রীতিমত পড়াশুনা চালিয়ে যান।

ইসলামের সকল দিকগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে তিনি প্রকৃত ও আসল স্থানকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশী গুণ বিস্তৃত। পাশ্চাত্যের শিক্ষাপদ্ধতিতে জোর প্রদান করা হয় মূলত চিন্তাশক্তি, গবেষণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর। অন্যদিকে প্রাচ্যের শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুত্ব দেয়া হয় মূলত তথ্যাবলী স্মৃতিতে ধরে রাখা, *'ইসলাম'* ধর্মের প্রকৃত রূপকে অনুধাবন ও অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃতি প্রদানের ওপর।'

বিলাল ফিলিপ্স ছয় বছর ব্যাপী মদীনায় পড়াশুনা করেন। প্রথম দু'বছর ব্যয় করেন আরবী ভাষা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে। এছাড়াও তিনি আরবের ছাত্রদেরকে ইংরেজী ও কারাতে শিক্ষা দেন।

শেষ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নকালে 'Minarat-ul-Riyadh International School'-এ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পান এবং ঐ বিজ্ঞাপনটি কেটে তিনি তার পিতামাতার নিকটে পাঠিয়ে দেন। সে সময় দক্ষিণ ইয়েমেনে শিক্ষাদান করে তার পিতামাতা সবেমাত্র কানাডায় ফিরে এসেছিল। তথাপি তাঁরা আবেদন করেন এবং সাথে সাথেই নিয়োগ পেয়ে যান।

'King Saud University'-তে ভর্তি এবং কর্মজীবনে প্রবেশ:

১৯৭৯ সালে B.A. পাস করার পর তিনি মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য রিয়াদে অবস্থিত King Saud University-এর College of Education-এ ভর্তি হন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অধিকাংশ ক্লাস সান্ধ্যকালীন ছিল বিধায় 'Saudi Television Channel Two'-তে কয়েকটি অনুষ্ঠান প্রস্তুত ও উপস্থাপনা করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'Why Islam'; এ অনুষ্ঠানটি ছিল মূলত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। বিভিন্ন ধর্ম ও পরিবেশ থেকে আগত নও মুসলিমদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হতো *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের পিছনে সক্রিয় কারণগুলো সম্পর্কে। এছাড়াও তিনি 'Minarat-ul-Riyadh International School'-এর ইংরেজী বিভাগে 'Islamic Education' শিক্ষাদান শুরু করেন। এ স্কুলটিতে তিনি দশ বছরের অধিক সময়ব্যাপী ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।

আরবী বিভাগে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রমকে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র অনুবাদই শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল না, কারণ সেখানে শিক্ষাদান করা হতো একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। বিলালের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিল পাশ্চাত্য থেকে আগত এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করত। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে

http://IslamiBoi.wordpress.com

তাদেরকে কারণ ও অনুসন্ধানমূলক তথ্যাবলী পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। ফলে এ বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি পাঁচটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

ইংরেজিতে ইসলামী শিক্ষাক্রম তৈরির ক্ষেত্রে এটিই ছিল সর্বপ্রথম উদ্যোগ। এ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ছিল, কারণ তখন অসংখ্য মুসলিম প্রবাসীর ছেলেমেয়েরাই শুধু ইংরেজি মাধ্যমে অধ্যয়নের উপযোগী ছিল।

কুরআন, ফিক্বহ, হাদীছ, তাফসীর ও তাওহীদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মূল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মাঝেমাঝে তার ক্লাসের তিন চতুর্থাংশ সময় বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা তরুণদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উঠতি বয়সী তরুণেরা জানতে সক্ষম হয়েছিল অবাধ মেলামেশা, ধূমপান, মদপান, গান-বাদ্য ও নৃত্যকলা কেন তাদের বিপক্ষে অবস্থানরত পশ্চিমাদের জন্য অনুমোদিত; কিন্তু তাদের জন্য নয়। তারপর তিনি এ সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীছ, পরিসংখ্যান এবং যুক্তি ব্যবহার করতেন।

তিনি বলেন, 'আমার ছাত্রদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রায় ১৫% থেকে ২০% ছাত্র ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করছে। তারা ফিরে গেছে পাকিস্তান, ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকায় এবং নিজেদেরকে প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম প্রচারে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করেছে। আমি যাদেরকে শিক্ষাদান করেছি তাদের মধ্যে কিছু ছাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা নিশ্চিতরূপে নাস্তিক ছিল। কিন্তু এ বিষয়টি তার নিকটে পরবর্তীতে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়রূপে পরিগণিত হয়, যখন এ সব ছেলেদেরকে অনবরত শিক্ষাদান করার পর তারা সক্রিয় মুসলিমে পরিণত হয়। ফলে শিক্ষাদানের জন্য ব্যয়িত সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও পদ্ধতির যথার্থতা প্রমাণিত হয়।'

অংকনে তার যে দক্ষতা ছিল তা আবার নতুনরূপে অভূদ্যয় হল। তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফীর জগতে উৎকর্ষতা সাধন শুরু করলেন।

১৯৮৫ সালে ইসলামী আক্বীদায় (Islamic Philosophy) M.A. ডিগ্রী অর্জন করার পর উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালীন (মরূভূমির ঝড়) তিনি রিয়াদে অবস্থিত সৌদি বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের ধর্মীয় বিভাগে কাজ করা শুরু করেন। সেখানে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বাহরাইন ও সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকান সৈন্যের ঘাঁটিগুলোতে কয়েকবার বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। তিনি বলেন, 'ইসলামের প্রকৃত রূপকে আমেরিকায় এমন ভয়ংকরভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পাঁচ মাস পরে আমি এবং আরও পাঁচজন আমেরিকান দাঈ মিলিতভাবে একটি প্রকল্পে একযোগে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলাম। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে ছিল আমেরিকার সৈন্য ঘাঁটিগুলোতে অবস্থানরত মোট পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের নিকটে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে সকল প্রকার সন্দেহ নিরসনে চেষ্টা করা। আর এর ফলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিন হাজারের অধিক সৈন্য *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেছিল।'

নও মুসলিম সৈন্যদেরকে দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকা সফর করেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমেরিকার সৈন্যদের সকল ঘাঁটিতে সলাত আদায়ের সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে 'Muslim Members of the Military (MMM)' নামক এক সংস্থার সাহায্যে কয়েকটি সম্মেলন পরিচালনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ইমাম নিয়োগদানে মুসলিমদেরকে অনুরোধ করতে আমেরিকার প্রশাসন

http://IslamiBoi.wordpress.com

নীতিগতভাবে বাধ্য হয় এবং তৎপরবর্তী বছর হতে আমেরিকার সৈন্যদের জন্য ইমাম নিয়োগ করা শুরু হয়।

তিনি বলেন, 'উপসাগরীয় যুদ্ধাকালীন সময়কার কিছু নও মুসলিম বসনিয়ায় গমন করে বসনীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ দিতে এবং সার্বিয় কর্তৃক চালানো নৃশংসতার মোকাবেলায় বেঁচে থাকার সংগ্রামে অংশ নিয়ে বসনীয়দেরকে সাধ্যমত সহায়তা প্রদান করেছিল।'

কিন্তু তিনি যেহেতু উপসাগরীয় যুদ্ধকালে সৌদি আরবের অবস্থানের বিরোধীতা করে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তাই তিনি সৌদি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ফিলিপাইন ও আরব আমিরাতে গমন:

সৌদি 'আরব থেকে বিলাল ফিলিপ্স ফিলিপাইন সফরে বের হন। সেখানে মিনদানাও দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে তিনি মুসলিমদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামীকরণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তাঁর এ সব ভাষণের ফলস্বরূপ সেখানকার কোটাবাটে নগরীতে 'Sharif Kabunsuan Islamic University' নামে সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ সমৃদ্ধ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা অনুষদের এম. এড. শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদানে তিন বছর অধ্যাপনা করেন।

University of Wales-এর ইসলামী শিক্ষা অনুষদ থেকে তিনি ইসলামী ধর্মতত্ত্বে Ph.D. সম্পন্ন করেন ১৯৯৪ সালে। এরপর শায়খ সালিম আল-ক্বাসিমীর আহ্বানে ড. বিলাল ফিলিপ্স 'আরব আমিরাতে ফিরে আসেন। এখানে তিনি *'দার আল-বের'* নামক দুবাই কেন্দ্রীক এক দাতব্য সংস্থায় যোগদান করেন এবং কারামা নগরীতে 'Islamic Information Center' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁকে সাহায্য করেছেন উছমান বারী (আয়ারল্যান্ডের নও মুসলিম), আহমাদ (ফিলিপাইনের নও মুসলিম) এবং 'আব্দুল লতিফ (কেরালার অধিবাসী) সহ আরও অনেক দ্বীনী ভাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত। গত পাঁচ বছরে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, চিন, জার্মানী, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান থেকে আগত প্রায় ১৫০০ মানুষ এ ইসলামী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, 'প্রকৃত যুক্তিসম্মত ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির চাহিদার পাশাপাশি জীবনের নৈরাশ্য, হতাশা ও অসন্তোষ ছিল এত অধিক সংখ্যক লোকের *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের পিছনে প্রধান কারণ। কেউ কেউ মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে আবার অনেকেই *'ইসলাম'* ধর্ম ও মুসলিমদের উৎকর্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কৌতুহলবশত *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণ করেছিল।'

তাঁর পিতামাতাও মুসলিম হলেন:

নাইজেরিয়ার উত্তরাংশ, ইয়েমেন, সৌদি 'আরব ও মালয়েশিয়ার মুসলিম জনসাধারণের মাঝে অবস্থান করে তাদের জীবনাচরণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ড. বিলাল ফিলিপ্সের পিতা-মাতা দুজনই এবং তারা তিলে তিলে উপলব্ধি করছিল কিভাবে আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার নিকৃষ্ট অবনতি ঘটেছে যার ছোঁয়া থেকে তারাও নিরাপদ নয়, ফলে তারা উভয়েই *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেন ১৯৯৪ সালে, এটি ঘটে ড. বিলাল ফিলিপ্স *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণের প্রায় ২২ বছর পরে। এ সময় তাঁদের বয়স ছিল সত্তর বছর। অন্যরকম এক আনন্দঘন মুহূর্তের সাক্ষাত লাভ করেন তিনি এ ঘটনার মাধ্যমে। তাঁর পিতামাতা তথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও যেন

http://IslamiBoi.wordpress.com

'ইসলাম' ধর্মগ্রহণ করে এজন্য তিনি এই দীর্ঘ সময় কী করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এ দীর্ঘ সময় ব্যাপী আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীর নিকটে *'ইসলাম'* ধর্মের সৌন্দর্য ও শিক্ষাসমূহ তুলে ধরতে সর্বোত্তম কৌশলের সাহায্য নিয়েছি, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী হিসেবে আদর্শ স্বরূপ নিজেকে তাঁদের নিকটে উপস্থাপনের পাশাপাশি মহান আল্লাহ্‌র নিকটে প্রাণখুলে দু'আ করেছি তিনি যেন তাঁদের অন্তরকে সত্য বুঝা ও গ্রহণ করার উপযোগী করে দেন। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতামাতা ও কয়েকজন প্রতিবেশীকে ইসলামের জন্য ক্ববূল করেছেন। আলহ্‌মদুল্লিাহ!'

১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি:

১৯৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছরের গ্রীষ্মকাল পুরোটাই তিনি আমেরিকা ও কানাডায় *'ইসলাম'* ধর্ম ও আরবী ভাষা শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। উত্তর আমেরিকা (সেন্ট্রাল) ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম শিক্ষা দিতে তিনি ব্যাপকভাবে সফর করেন।

তার মতে, পাশ্চাত্যের মুসলিমরা তাদের নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করতে পারে যদি তারা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান সময়ে আমেরিকার অধিকাংশ মুসলিম জনগণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রঙীন স্বপ্নের পিছনে ছুটে চলেছে, তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সাধারণ পাবলিক স্কুলে পাঠাচ্ছে যেখানে ইসলামে মূলনীতি সমূহ প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার। পাশ্চাত্যের স্কুল পদ্ধতিতে শিক্ষা অর্জনকারী মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুবই স্বল্প সংখ্যক সম্ভবত শতকরা দশ জনেরও কম ছাত্র-ছাত্রী *'ইসলাম'* ধর্ম চর্চা করে থাকে।

১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যবধি তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে ইসলামিক তথ্য কেন্দ্র যা বর্তমানে 'Discover Islam' নামে পরিচিত এবং শারজাহতে *'দার আল-ফাতাহ'* ইসলামিক প্রেসের বিদেশী সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন। ।

এক সময়ের খ্রিস্টান **ডেনিস ব্রেইডলি ফিলিপ্স** *'ইসলাম'* ধর্মকে জানতে ও বুঝতে তাঁর গভীর অধ্যয়নের ফলে সাধারণ মুসলিমের পাশাপাশি ইসলামের অনেক শিক্ষিত পণ্ডিতের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এমন একটি পরিবারে প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান পরিবেশে একজন গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হিসেবে বেড়ে ওঠার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা আর বাস্তবে রূপায়িত হল না। বরং তিনি প্রথমে উগ্র কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী) এবং অবশেষে পরিণত হল ইসলামের জন্য নিবেদিত এক প্রাণ যাঁকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গণ্য করা যায়। ইসলামী বিশ্বে পশ্চিমা হতে আগত হিসেবে গণ্য করলে ড. বিলাল ফিলিপ্স একজন প্রথম সারির ইসলামী পণ্ডিত বলে সমগ্র প্রকৃত মুসলিম বিশ্বে পরিচিত।

ছোট্ট বালক ডেনিস কি বুঝতে পেরেছিল যে, অর্ধ শতাব্দি পরে সে হবে ইসলামের মূল কেন্দ্রভূমিতে শিক্ষালাভকারী একজন মুসলিম পণ্ডিত, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক। আর এ মধ্যপ্রাচ্যেই তার জীবনের দীর্ঘ ভ্রমণের বিরতি ঘটেছে এবং আল্লাহ্ তা'আল স্থিরতা আনয়ন করেছেন বিলাল ফিফিপ্সের নিরুদ্বিগ্ন জীবনে, *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় অজ্ঞতা দূরীকরণে এখানেই পরিচালনা করছেন একটি প্রকাশনা বিভাগ যেখান থেকে একের পর এক প্রকাশ হচ্ছে মূল ইসলামের উপর বিভিন্ন সাহিত্য। অথবা তিনি কি জানতেন যে, তিনি নিজেই তার নামকে পরিবর্তন করে ফেলবেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "'Dennis' নামটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ

http://IslamiBoi.wordpress.com

'Dionysius' থেকে, 'Dionysius' হচ্ছে মদ ও সংগীতের গ্রীক দেবতা। এ নামটি অবশ্যই আমার জন্য যথোপযুক্ত নয়। তাই আমি আমার পিতার নাম 'Bradly' পরিবর্তন করে 'Bilal' রেখেছি।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক বৈষম্য ও অবক্ষয়, পুরো আমেরিকা জুড়ে বর্ণবাদের ঘনঘটা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ-বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাসপূর্ণ এক বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে হয়েছিল তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। কোন মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেই পরিবেশের প্রভাব যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁর উপর বর্তায়। কারণ ব্যক্তি-মন শুধু সচেতন নয়, ব্যক্তি-মন আত্মসচেতন। ব্যক্তি তার পরিবেশের উপর ক্রিয়া করে। পরিবেশের প্রতি উদাসীন হয়ে এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিছক শূন্যতার মধ্যে ব্যক্তি বেড়ে ওঠে না। তাঁর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কৈশোর থেকেই এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্র এককথায় তথাকথিত সামাজিক প্রভাবই তাঁকে জীবনমুখী ও প্রতিবাদী হতে সহায়তা করেছে। বৈরী ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশ ও বিরূপ ঘটনাধারা তাঁকে ক্রমশই করে তুলেছিল সত্যানুসন্ধানী। একইভাবে দৃষ্টমান সমাজের অসম্পূর্ণতা ও স্ববিরোধিতাই বাধ্য করেছে সকল প্রকার দর্শনকে যৌক্তিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে। বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাওহীদ আশ্রিত জীবন মহিমা তাঁর আত্মা ও সত্তাকে ইসলামী ঐতিহ্যের দিকে ধাবিত করেছে।

পঞ্চাশ বছর ব্যাপী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তিনি এখনো কোন কিছুর সাথে বিনিময় করতে ইচ্ছুক নন, কারণ এ অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয়েছে জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বচ্ছ প্রশিক্ষণ যা চিন্তা জগতের জন্য এক অনন্য খোরাক রূপে রয়ে গেছে। দ্বিধান্বিত হয়ে বেড়ে ওঠার কালে এবং যৌবনাবস্থায় তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন বর্ণবাদ, নানারকম বিরোধ ও সামাজিক বৈষম্য যা তাঁর নিকটে অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। আর এ বিষয়টি প্রায় সকল ছাত্র আন্দোলনগুলোকেও যুক্ত করেছে এবং জনগণের অধিকার নিয়ে ছলনাকারী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার দিকে ধাবিত করেছে।

২০০১ সালে তিনি 'Online Islamic University' নামে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করেছেন যার মাধ্যমে 'ইসলামি শিক্ষা' বিষয়ে 4-Year ডিগ্রী সহ অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স সম্পন্ন করা যায়। তিনি দুবাইতে অবস্থিত 'American University' এবং 'Ajman University' -এর *'আরবী ও ইসলাম শিক্ষা'* বিভাগেও অধ্যাপনা করেছেন।

'সুন্নীদের দৃষ্টিতে শি'আ সম্প্রদায়'- এ বিষয়ে তেমন কোন বই ইংরেজি ভাষায় নেই বিধায় তিনটি আরবী বইকে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তার পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের পিপাসা নিরসনে তেমন কোন সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় বিদ্যমান ছিল না বিধায় তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে অন্য এক বিদ্বানের সহযোগী হয়ে 'Polygamy in Islam' নামে সর্বপ্রথম একটি বই লেখেন। কারণ তাঁর মতে, এটি এমন একটি বিষয় যাকে কেন্দ্র করে অমুসলিমরা প্রায়ই ইসলামের সমালোচনা করে থাকে। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অনেক আধুনিক মুসলিম ইসলামের এ বিধানকে অস্বীকার করে থাকে। এমনকি কতিপয় মুসলিম দেশে এ নীতির বিরুদ্ধে আইনও প্রনয়ণ করা রয়েছে। এ বইটিতে ঐতিহাসিক ও জীব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি যুক্তির আলোকে একাধিক বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেখকের প্রচণ্ড আগ্রহ ও

http://IslamiBoi.wordpress.com

গবেষণার ফলস্বরূপ 'Fundamentals of Tawheed' নামক বইটি তার দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ বইটিতে তিনি আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ধারণাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

এছাড়াও তিনি সূরা হুজুরাতের তাফসীরও লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'The Evolution of Fiqh' (ফিক্বহের উৎস) নামক বইটি অন্যতম একটি প্রকাশনা। এ বইটিতে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন ইসলামে কিভাবে বিভিন্ন দল, মত ও পথের উদ্ভব ঘটল, এ সব দল, মত ও পথসমূহের মাঝে মতবিরোধের কারণ এবং কিভাবে এদের মধ্যে মতানৈক্যের অবসন ঘটিয়ে মূল একটি মাত্র জামা'আতে পরিণত হওয়া সম্ভব। তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই *'উসূল আত-তাফসীর'*।

ড. বিলাল ফিলিপ্সের নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ[১] অন্যান্য শতাধিক প্রকৃত ইসলামী ওয়েবসাইট অথবা গুগলে সার্চ করলে গর্ত ২১ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর প্রদত্ত শতশত বক্তব্যের সন্ধান মেলে। অধিকাংশ ইংরেজী ভাষাভাষী মুসলিমদের নিকটে এবং সারাবিশ্বের অসংখ্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তাঁর লেখা ৫৬ টি শিশুসাহিত্য এবং ৫০ টিরও বেশি অন্যান্য বই সুপরিচিত। মূলত ইংরেজি ভাষায় সর্বাধিক বইয়ের একক লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক তিনি।

প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ তিনি কাতারের দোহা নগরীতে অবস্থান করছেন। Ajman-এ অবস্থিত 'Preston University'-এর 'Islamic Studies' বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত। এছাড়া 'Sharjah TV channel Two & Satellite', 'Ajman TV Channel Four' এবং 'Saudi TV Channel Two'-এর ইসলামিক অনুষ্ঠানের প্রযোজক ও উপস্থাপক।

তিনি প্রায়ই বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ার মুম্বাইয়ে অবস্থিত IRF-এ উপস্থিত হন এবং 'Peace TV'-তে প্রদর্শিত অনুষ্ঠানে লেকচার প্রদান করেন। তাঁর আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কুরআন। কারণ তাঁর মতে ঈমানের অগ্নিতে মুসলিমদের অন্তর একাধারে জ্বালাতে কুরআনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি পূর্বশর্ত। মুসলিমদের ঈমানকে প্রভাবিত করে উজ্জীবিত করতে কুরআনের বাণীর প্রতি নিবিষ্ট মনে কর্ণপাত করার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেন। তাছাড়া, তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক বিষয়াদি, রাসূল ﷺ-এর হাদীছ সংগ্রহ ও বিন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন (যেহেতু হাদীছই রাসূল ﷺ-এর জীবনপদ্ধতির একমাত্র প্রতিফলন) এবং ইসলামী আইনের (ফিক্বহ) ঐতিহাসিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিকে আলোকিত করার মাধ্যমে ইসলামের মূল স্রোত অভিমুখে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে আহ্বান জানান।

অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা ভ্রমণে বাধা:

২০০৭ সালের এপ্রিলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যম একযোগে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যে, "অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে বক্তব্য দিতে যাওয়ার জন্য বিলাল ফিলিপ্স ভিসা পেতে ব্যর্থ হন।" রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে, 'অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস কর্তৃক ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন মূলত 'আন্দোলন সংক্রান্ত তালিকা' নামক এক তালিকার উপর ভিত্তি করে। কারণ এ ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি মূখ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

---

[১] www.bilalphilips.com

http://IslamiBoi.wordpress.com

তাছাড়া প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় বিলাল ফিলিপ্সকে আমেরিকা সরকার 'গোপন চক্রান্তকারী' হিসেবে গণ্য করেছিল। আর এরই সূত্র ধরে তাঁকে ২০০৪ সালে আমেরিকা থেকে বহিস্কার করা হয়।"

সেই একই সময়ে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে ড. ফিলিপ্স অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষকে এ বলে অভিযুক্ত করেন যে, 'তিনি এর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় একাধিকবার বক্তব্য দিয়েছেন যা রেকর্ড করা হয়েছে। এ সব বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আমাকে সবাই মধ্যপন্থী মুসলিম বলে আখ্যায়িত করেছে। তাছাড়া আমার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ে অস্ট্রেলীয়দেরকে খুবই সহনশীল রূপে পেয়েছি এবং এ সময় আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আয়োজিত প্রোগ্রামসহ অন্যান্য উন্মুক্ত ময়দানে বক্তব্য দিয়েছি। অতএব, এ নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে আমার স্ত্রীর দিক বিবেচনায় আমার জন্য হতাশাজনক ঘটনা, কারণ সে হচ্ছে আইরিশ বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। অধিকন্তু গত বছরের পুরো জুলাই মাসজুড়ে আমি নিউজিল্যান্ড ও সিডনীতে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছি, যে সব বক্তব্যের সবগুলোই রেকর্ড করা হয়েছে। অতএব, আমার ব্যাপারে নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় চালানো অনুসন্ধানকেও যদি অস্ট্রেলিয়ান প্রশাসন খতিয়ে দেখত, এই অনুসন্ধানে সন্ত্রাসবাদের সাথে আমার কোনই সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। উপরন্তু, আমার সম্পর্কে আমেরিকার সন্দেহকে ভিত্তি করে কানাডা ও যুক্তরাজ্যে প্রদত্ত নিয়মিত বক্তব্যের উপর এই দেশ দু'টির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের তদন্তকারী কর্মকতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তাহলে তারা অবশ্যই এমন কোন প্রমাণ পেত না যা দ্বারা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আমার বিন্দু পরিমাণ সংশ্লিষ্টতার সন্ধান মেলে। মূলত এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে, 'আমেরিকার মিথ্যা অভিযোগ এবং কল্পিত ও অসার বিবৃতিকে অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ অন্ধ অনুসরণ করছে। কারণ, আমি সর্বদা জোরালোভাবে উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করি যারা ধর্মের নামে বেসামরিক সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহ চালায়।' এ সাক্ষাতকারে তিনি আরও বলেন, 'তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকায় প্রবেশ করেন নি। ফলে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে তাকে আমেরিকা থেকে ২০০৪ সালে বহিস্কার করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও অসার বলেই প্রতীয়মান।' এছাড়াও ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার ব্যাপারে তাঁকে "গোপন চক্রান্তকারী" হিসেবে উল্লেখ করার ব্যাপারে ড. ফিলিপ্স বলেন যে, এটি আসলে একটি কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত এটি ছিল ১০০ বিশিষ্ট মুসলিমের উপর অনুমানকৃত ধারণার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এক রিপোর্ট। আর এ মুসলিমদেরকে কখনোই অভিযুক্ত করা হয় নি। যদিও এ গোপন ব্যক্তিদেরকে কখনোই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।'

তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমা মুসলিমদেরকে বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে অভিযুক্ত করা আমেরিকার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কারণ, কানাডার নাগরিক *মাহির আরার*-এর বিষয়টিকে এখানে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মাহির আরারকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার পর কারারুদ্ধ করে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি কানাডিয়ার কর্তৃপক্ষ তাদের 'গোপন চক্রান্তকারী'-এর তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে তাঁকে কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে রাজি হওয়ার পরেও আমেরিকার কর্তৃপক্ষ এখনো তাঁর নাম সেই তথাকথিত তালিকা থেকে বাদ দেয় নি।'

http://IslamiBoi.wordpress.com

তাঁর আক্বীদা সম্পর্কিত মিথ্যা সন্দেহের অপনোদন:

ড. বিলাল ফিলিপ্সের আক্বীদা ও গ্রন্থের ব্যাপারে কতিপয় সালাফীর সন্দেহ রয়েছে, যার উৎপত্তি মূলত 'The Fundamentals of Tawheed' এবং 'Tafseer Sura Al-Hujurat'- এই দু'টি বইয়ে উল্লেখিত একটি ভ্রান্ত আক্বীদা[১] থেকে । এই ভ্রান্ত আক্বীদার কারণেই মূলত বই দু'টি ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু এই মারাত্মক ভুল সম্পর্কে কোন সহৃদয় ব্যক্তিই তাঁকে অবহিত করেন নি। বরং তাঁরা শুধু সমালোচনায় ব্যস্ত ছিল এবং অন্যান্যদেরকে এ সব বই না পড়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিল। তবে পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী এ ভুল সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন, যা বইগুলোর সাম্প্রতিক সংস্করণে সংশোধিত হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলোর জন্য বিস্তারিত পাদটীকায় অন্যায়ের প্রতিবাদ ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে কুরআন, সহীহ হাদীছ ও পূর্ববর্তী সত্যপন্থীদের অনুসৃত পদ্ধতি এবং কাফির আখ্যাদানের বিধান ইত্যাদি বিষয়সমূহ লেখক কর্তৃক খুবই গুরুত্বসহকারে সংযোজিত হয়েছে। যা হোক, এ ভ্রান্ত আক্বীদাটি তাঁর বইগুলো থেকে সংশোধিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি এ ধরণের ভ্রান্ত ও খারিজী আক্বীদা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে পরিত্যাগ করে বলেছেন, 'সঠিক দলীল-প্রমাণ সহকারে যদি কেউ আমাকে আমার ভুল বা ভ্রান্তিতা দেখিয়ে দেয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে আমার কোনই সমস্যা নেই।'

এমনকি বিলাল ফিলিপ্স সৌদি আরব ত্যাগের পর ২০০০ সালে যখন প্রথমবারের মতো উমরাহ করার সুযোগ লাভ করেন, তখন তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারপর তাদেরকে তাঁর আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কে ছড়ানো সন্দেহ ও গুজব সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ থাকলে তা বলতে বলেন, কিন্তু কেউই তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারে নি। বরং ঈশার সলাতের পর হতে ফজরের সলাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁর আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কে রটানো নানারকম সন্দেহ ও গুজবের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি সালাফী বিদ্বানদের সঙ্গে শুধু সম্পর্কই রাখেন না, বরং নিজেকে সালাফী বলে প্রকাশ করেন। যেমন, শাইখ সালীম আল-হিলালীর *'লিমাছা ইখতারনা আল-মানহাজ আস-সালাফী'* (কেন আমরা সালাফী নীতি-পদ্ধতিকে বেছে নিলাম) শীর্ষক বক্তব্যকে অনুসরণ করে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন। দুবাইতে বিলাল ফিলিপ্স কর্তৃক পরিচালিত 'Aqeedah Intensive Course' নামক একটি কোর্সের মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে *'কেন আমরা সালাফী নীতি ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করি'*। বিভিন্ন সময়ে তিনি শাইখ আব্দুল মালিক রামাদানী আল-জাযাইরী লিখিত গ্রন্থ *'সিত্ত দার ফী উসূল আহলিল আছার'*-এর প্রথম তিন অধ্যায় শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত শাইখ আলী হাছান, শাইখ সালীম এবং শাইখ খালিদ আল-আম্বিরী, শাইখ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ কর্তৃক প্রদানকৃত অনেক দ্বীনী বৈঠকে তিনি উপস্থিত থেকে এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাছাড়া

---

[১] তিনি এ বই দু'টিতে যা বর্ণনা করেছিলেন সে বিষয়গুলো মানুষকে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন: 'তাওহীদের মূল নীতিমালা' নামক এ বইয়ের তাওহীদ অধ্যায়ের শেষে বলেছিলেন, 'যে শাসক আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করে না, তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে হবে।' এবং *'সূরা আল-হুজুরাতের তাফসীর'* নামক বইতে লিখেছিলেন, 'যে শাসক আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করে না, তার বিরুদ্ধে গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে হবে।'

http://IslamiBoi.wordpress.com

শাইখ আলবানীর ছাত্র শাইখ মাহমূদ আতিয়াহ যখন আরব আমিরাতে বসবাস করতেন, তখন বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য বিলাল ফিলিপ্স প্রায়ই তাঁকে বৈঠকে দাওয়াত করতেন। আবূ আবদিল্লাহ আল-মাওসিলী নামক শাইখ আলবানীর আরেক ছাত্র যখন আরব আমিরাতে আগমন করেন, তখন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে মূলত তাঁর উপরই বিলাল ফিলিপ্স নির্ভর করতেন। তাছাড়া, ১৯৯৪ সালে আরব আমিরাতে আগমনের পর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন শাইখ আব্দুল্লাহ সাব্‌ত-এর সঙ্গে। আবূ উসামাহ, ফরীদ আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ জিবালী, ইয়াহইয়া ইবরাহীম এবং আব্দুর রহীম গ্রীন-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিলাল ফিলিপ্স সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তিনি কানাডার টরেন্টোতে অবস্থিত *'মাসজিদ খালিদ ইবনু ওয়ালীদ'*-এ বেশিরভাগ সময় বক্তৃতা প্রদান করতে কানাডায় গমন করেন। এটিই হল কানাডার সবচেয়ে সক্রিয় এবং জ্ঞানপূর্ণ সালাফী কেন্দ্র। এ মসজিদের পরিচালনা বিভাগের সকলেই মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীধারী এবং এর সভাপতি হল শাইখ বাসীর আস-সোমালী, যাঁর নীতি ও পদ্ধতি এবং হাদীছের জ্ঞানের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা শাইখ আলবানীর ছাত্রসহ অন্যান্যরা কর্তৃক প্রমাণিত। উপরন্তু, তাঁর সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয় যে, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর যাবৎ অধ্যয়নকালে তিনি প্রায়ই শাইখ আলবানী, শাইখ বিন বায, শাইখ আব্দুল মুহ্‌সিন আল আব্বাদ, শাইখ গুনাইমান, শাইখ উছামা আল-কূসী (মুক্ববিল), শাইখ উমার আল ফুলাতা এবং অন্যান্য শাইখের বিভিন্ন দ্বীনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করে জ্ঞানের সুধা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি ব্যক্তিগতভাবে শাইখ মুক্ববিল-এর বাসস্থানে গমন করে তাঁর নিকটে তাখরীজ (হাদীছের বিশুদ্ধতা) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। পাশাপাশি তিনি শায়খ আলবানীর ৭০০-এরও অধিক বক্তব্যের টেপ শ্রবণ করে দ্বীন সম্বন্ধে তাঁর (মানহাজ) নীতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হয়েছেন এবং তা অনুসরণ করে চলেছেন।

অত্যুজ্জ্বল জীবনদৃষ্টি:

ড. বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'মুসলিমরা যদি প্রকৃত মুসলিমের মতো বসবাস করতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের জন্য আবশ্যক হল হিজরাত করা।' এ বিষয়টির ওপর জোর প্রদান করতে তিনি কুরআন থেকে উদ্ধৃত্তি দেন।

তাঁর মতে, 'প্রতিটি মুসলিমের উচিত নয় এমন কোন স্থানকে বসবাসের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া যেখানে সে কেবল বড় ধরণের কোন কর্মের সন্ধান পেতে পারে; বরং প্রত্যেকের উচিত এমন স্থানকেই প্রাধান্য দেয়া যেখানে সে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে *'ইসলাম'* ধর্ম চর্চা করতে পারে এবং পাশাপাশি হালাল জীবিকা অর্জনের জন্য উৎকৃষ্ঠ পন্থা খুঁজে পায়।'

তিনি সর্বদা অনুভব করেন যে ইসলামের জন্য প্রচুর কাজ করার আছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে। যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে সময় খুবই সংকীর্ণ ও ইসলামের জন্য অনেক বেশি কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে; তখন আপনি আর ছুটির দিন অলসতায় বা অবসরে কাটানোর অবকাশ পাবেন না বা ছুটি নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা মাথায় আনার কোন সুযোগ পাবেন না।'

পূর্বের মতো এখনও তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্যাণের নিমিত্তে এ সমাজকে পরিবর্তন করা। কিন্তু তাঁর মতে, 'এ পরিবর্তন সাধনের বিপ্লব সংঘটিত হবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়, বরং প্রতিটি মানুষকে পৃথক পৃথকভাবে সংশোধন করে নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার ও চর্চা করার মাধ্যমে।' এ মহান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তিনি সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

তাঁর মতে, 'মুসলিম হতে হলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেকে আবৃত রাখা চলবে না, প্রকৃত সত্য, জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে হতে হবে সদা দীপ্যমান। হতে হবে মানবমুক্তির উপায় সম্বন্ধে প্রখর ও স্বচ্ছ চেতনাবোধের অধিকারী।'

মুসলমানের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করাই হল তাঁর লক্ষ্য। সৃষ্টিশীলতার ও মননে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ ও স্বাজাত্য-চেতনার ফলশ্রুতিতে তিনি এক গৌরবময় জীবনদৃষ্টি লাভ করার কথাই প্রচার করেন। ইংরেজী ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র সাহিত্যের জগতে তিনি ভিন্নতরভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছেন নতুন চেতনার।

একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি তিনি সর্বদা গুরুত্বারোপ করে থাকেন তা হল, 'মুসলিম জাতির হারানো সম্মান ও গৌরব আবারও ফিরে পেতে এবং শির্ক, বিদ'আত ও যুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন মুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ শারি'আহ অনুযায়ী সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে শাসন করতে যে নীতি ও পদ্ধতিকে দৃঢ়ভাভে দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে তা হল, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সকল প্রকার শির্ক, বিদ'আত, হিযবিয়্যাহ (দলাদলি), অন্ধ-অনুসরণ, য'ঈফ ও জাল হাদীছের উপর 'আমল ইত্যাকার বিষয়াদির মতো শয়তানী মায়াজাল ছিন্ন করে দ্বীনকে সে নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বুঝতে ও চর্চা করতে হবে যে প্রকৃত রূপে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল, যেভাবে সাহাবীরা এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তী দুই প্রজন্মের সৎপথপ্রাপ্ত বিদ্বানেরা (অর্থাৎ তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈরা) অনুধাবন করেছিল। প্রতিটি বিষয় যেমন, আক্বীদা, নীতি-পদ্ধতি, ফিক্‌হ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আচার-আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসৃত নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল, নিজেদেরকে, নিজেদের পরিবারকে এবং অন্যান্য সবাইকে এই বিশুদ্ধ নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতেই সুশিক্ষিত করে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।'

তাঁর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে দু'আ:

একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার নিকটে আকুতি জানিয়ে সকাতরে দু'আ করছি, তিনি যেন মধ্যপন্থী ইসলামী বিদ্বান, বক্তা, প্রফেসর, টেলিভিশন উপস্থাপক ও বিশিষ্ট লেখক ড. বিলাল ফিলিপ্স-কে প্রকৃত ও নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আরও অবদান রাখার সামর্থ এবং হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। আমীন!

http://IslamiBoi.wordpress.com

ড. বিলাল ফিলিপ্স লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের তালিকা[1]:

১. লিখিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ:

1.	A Commentary on Ibn Qudaamahs Radiance of Faith	21.	The Ansar Cult in America
2.	A Simple Call To One God	22.	The Best In Islaam
3.	Arabic Grammar Made Easy Book 1 &2	23.	The Book of Monotheism
4.	Arabic Reading and Writing Made Easy	24.	The Eemaan Reading Series (1-56)
5.	Dajjaal: The Anti-Christ	25.	The Evolution of Fiqh
6.	Did God Become Man?	26.	The Exorcist Tradition in Islam
7.	Dream Interpretation	27.	The Foundation of Islamic Culture
8.	Funeral Rites In Islam	28.	The Fundamentals of Tawheed
9.	Hajj and 'Umrah	29.	The Purpose of Creation
10.	In the Shade of the Throne	30.	The Quran's Numerical Miracle: Hoax and Heresy
11.	Islamic Rules On Menstruation and Post-Natal Bleeding	31.	The True Message of Jesus Christ
12.	Islamic Studies Book 1, 2, 3, 4	32.	The True Religion of God
13.	Muslim Exorcists	33.	Usool at-Tafseer
14.	Polygamy in Islam (Co-authored)	34.	Usool al-Fiqh: The Methodology of Islamic Law
15.	Possession and Exorcism	35.	Tafseer Soorah Al-Mulk

[1] তাঁর লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত অনেক বই বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাস বিভাগের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। তবে, সকলের অবগতির জন্য আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হচ্ছে, তাঁর অধিকাংশ বই একদিকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অবৈধভাবে কপি করা হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে Pirated/Counterfeit copy (চোরাগোপ্তাভাবে প্রকাশিত/নকল কপি) দেদারছে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর বইগুলোকে অনেকেই অনুমতিবিহীন ভাষান্তর করছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ সমস্যাগুলো বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এ নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। অতএব, ড. বিলাল ফিলিপ্সের লেখা সকল বই এবং তাঁর বক্তৃতার ACD/VCD-সমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটু সচেতন হওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। বিলাল ফিলিপ্সের অনুমতিপ্রাপ্ত যে সব প্রকাশনা সংস্থা বৈধ বই বা বক্তৃতার ACD/VCD বিক্রি করে সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :
'Halaco Bookstore' (www.halaco.com),
'Islamic Bookstore' (www.islamicbookstore.com),
'Al-Hidaayah Publishing' (www.al-hidaaya.co.uk)।
উল্লেখ্য, ড. বিলাল ফিলিপ্সের সকল গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়ে **'তাওহীদ পাবলিকেশন্স'** থেকে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। - *অনুবাদক*

http://IslamiBoi.wordpress.com

16.	Salvation Through Repentance	36.	Sheikh Bin Baaz's Gift to the Brethren
17.	Satan in the Quran	37.	Condensed Saheeh Muslim [1 Volume]
18.	Seven Habits of Truly Successful People	38.	Contemporary Issues
19.	Spirit World on Islaam	39.	The Moral Foundations of Islamic Civilization
20.	Tafseer Soorah al-Hujuraat	40.	Conversational Arabic Level 1, 2

২. সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ:

1. 'A Simple Call To One God', by Dr. Asra Rashed.
2. 'Riyaa : Hidden Shirk', by Abu Ammaar Yasir Al-Qathi.
3. 'Studies In Islam', (GCE 'O' Levels) by Mumtaz Motiwala.
4. 'The Quran and Modern Science', by Dr. Maurice Bucaille.

৩. সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ:

1. Arabic Calligraphy in Manuscripts
2. General Issues of Faith
3. Ibn al-Jawzee's, The Devil's Deception
4. Ibn Taymiyyah's Essay on the Jinn
5. Khomeini: A Moderate or Fanatic Shiite
6. Salafee 'Aqeedah
7. The Mirage in Iran

৪. বিলাল ফিলিপ্সের বক্তৃতার কিছু উল্লেখযোগ্য অডিও/ভিডিও[১]:

AUDIO/VIDEO			
1.	20 Century Jaheeliya	36.	Music in Islam
2.	7 Habits of Truly Successful People	37.	Muslim
3.	99 Names of Allah	38.	Muslim's Character
4.	A Muslim Student	39.	Muslims in a Non-Muslim Society
5.	Abandoning the Innovator	40.	My Way to Islaam
6.	Aqeedah- Qadaa & Qadar	41.	Oneness of God
7.	Avoiding the Unlawful	42.	Opposing Satan's Temptations
8.	Compilation of the Sunnah	43.	Paradise & Hell
9.	Contemporary Issues	44.	Patience & Perseverance
10.	Contemporary Issues	45.	Pearls of the Prophet
11.	Dajjal	46.	Position for a Muslim in Time of Fitnah
12.	Dawah-Legacy of the Prophet	47.	Principles of Tafseer
13.	Despatches Undercover	48.	Problems in the Hearts of Teens
14.	Deviation of Ummah Past & Present	49.	Purification of the Soul
15.	Did God Become Man	50.	Purpose of Creation

[১] তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর সংগ্রহে রয়েছে বিলাল ফিলিপ্সের প্রায় সকল বক্তৃতা, আলহামদুলিল্লাহ।

http://IslamiBoi.wordpress.com

16.	Dos & Don'ts of Shariah	51.	Ramadaan: A Way of Life
17.	Duniya & Akhira	52.	Ramadan
18.	Duties of A Muslim Husband	53.	Reflections of Ramada
19.	Ebaadah	54.	Religion & Science
20.	Everyone is a Da'ee	55.	Ruboobiyah
21.	Evolution of Fiqh	56.	Save Your Family From Shaitaan
22.	Faatiha	57.	Search for Inner Peace- Toronto
23.	Faith	58.	Sins & Calamities
24.	Fasting is for Taqwa	59.	Spending for Allah
25.	Fiqh & Sunnah	60.	Spirit Possession
26.	Fiqh of Fasting	61.	Stop Splitting This Ummah
27.	Fiqh of Hajj	62.	Successful People
28.	Fiqh of Marriage	63.	Sunnah & Science of Hadeeth
29.	Forces of Evil	64.	Tafseer
30.	Foundation of Belief	65.	Tafseer Ayatul Kursee
31.	Foundation of Islamic Studies (1-21)	66.	Tafseer Soorah Aadiyaat
32.	Fundamentals of Islam	67.	Tafseer Soorah Al-Kahf
33.	Hajj (Pilgrimage)	68.	Tafseer Soorah Al-Layl
34.	Hajj (Thanksgiving)	69.	Tafseer Soorah Falaq & Naas
35.	Hijab- A Religious Symbol	70.	Tafseer Soorah Humazah
71.	Homosexuality	94.	Tafseer Soorah Ikhlaas
72.	Houses of Worship (Visiting a Masjid)	95.	Tafseer Soorah Inshirah
73.	How To Worship	96.	Tafseer Soorah Takaathur
74.	Importance of Islamic Knowledge	97.	Tafseer Soorah Teen
75.	In Search of Peace	98.	Tafseer Soorah Yaseen
76.	In the light of Islam (1-4)	99.	The Angels and The Jinns
77.	In The Shade of The Throne	100.	The Benefits & Harms of the Media
78.	Inheritance of the Prophets	101.	The Compilation of Quran
79.	Introduction To Islam	102.	The Day of Judgment
80.	Islaamic View on Education	103.	The Divine Wish
81.	Islam & Terrorism	104.	The Importance of Stories
82.	Islam- A Way of Life	105.	The Prophets
83.	Islam the Misunderstood Religion	106.	The Rights of Children
84.	Islamic Concept of God	107.	The Role of Muslim Community
85.	Islamic Culture	108.	The Search for Inner Peace
86.	Islamic Legislation	109.	The True Religion of God
87.	Islamic Perspective on Homosexuality	110.	The True Way of Life
88.	Jaahiliyah	111.	The Way is One
89.	Judgment Day	112.	The Way of the Prophets
90.	Layl	113.	The Way to Victory
91.	Madhab of Rasool	114.	Understanding Islam
92.	Millennium Madness	115.	What does it mean to be a Muslim student?
93.	Miracles of Quran	116.	Worshipping Allah Alone